কবি লোরকা ও কবিতার উৎস

বাসবী চক্রবর্তী

এসপানিয়ার কাব্য সাহিত্যের চরমপন্থা (Ultraismo) খুব স্বল্পস্থায়ী। নতুন কবিতার জন্ম কাব্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেছে যদিও কবিরা কখনই তাঁদের পূর্বসূরিদের সব কিছু নস্যাৎ করে দেন নি। মিগেল দে উন্নামুনো, আন্তোনিও মাচাদো, হুয়ান রামোন হিমোনেস ছিলেন তর্কাতীত সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষক। তবে এই নতুন কবিদল হলেন আরো বেশি আশাবাদী, তাঁদের কবিতায় অনেক বেশি ব্যবহার হত রূপকালঙ্কার, শ্লেষ এবং অনেক বেশি কাছাকাছি হাতে পেরেছিলেন জনসাধারণের।

১৯২৫ সালে, হোসে ওরতেগা ই গাসেত তাঁর একটি বই ১৯২০-র পর থেকে সাহিত্যে যে সব ধারা জন্ম নিয়েছে তার নামকরণ করেছেন শিল্পের মনুষ্যবিচ্ছিন্নতা (La Dehumanizacio'n del arte)। সেই সময় এই ধারার সকল সাহিত্যিকই মূলত কবিতাকেই বেছে নিয়েছিলেন প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে। ওরতেগার মতে এই নতুন শিল্পের ধারাগুলো ছিল মোটামুটি : (ক) অনবরত মৌলিক উপাদান খোঁজ (খ) কঠোরভাবে শিল্পের জন্যই শিল্প (Ei arte por el arte) এই নীতিকে মেনে চলা, (গ) নতুন নতুন কাব্যিক শব্দের উদ্ভাবন যা থেকে জন্ম নেয় বিশুদ্ধ কবিতা (Poesia Pura) বা আবরণমুক্ত কবিতা (poesia desnuda) (ঘ) গদ্যবৎ একঘেয়েমী, বাস্তববাদ ও ক্ষয়প্রাপ্ত অবাধ কল্পনাপ্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, (ঙ) মানবতাবাদী অধিবাস্তববাদকে গ্রহণ করা যদিও সৃষ্টির বিবর্তনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সকল কবিই যে এই সবকটি ধারাই হুবহু মেনে চলেছেন এমন কথা অবশ্য বলা যায় না বরং পরবর্তীকালে এর বিরোধিতা করেছেন। এই প্রজন্মের কবিরা হলেন পেদ্রো সালিনাস, হোরগে গিয়েন, দামাসো আলোন্সো, ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, হেরারদো দিয়েগো, রাফায়েল আলবের্তি, বিসেন্তে আলেইক্রান্দ্রে, লুইস সেরনুদা, মিগেল এরনানদেস প্রমুখ। এঁরা প্রায় সকলেই কোনো না কোনো ভাবে আধুনিকতাবাদের (Modernismo) দ্বারা ও শতাব্দী শেষের আরো নানারকম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এঁদের কাছে গুস্তাবো আদোল্ফো বেকের,' ৯৮ -এর প্রজন্মে কবি আন্তোনিও মাচাদো এঁরা ছিলেন প্রশংসিত, এবং তর্কাতীত শিক্ষক হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন হুয়ান রামোন হিমেনেসকে। তাঁর সেবিয়াতে কবি গোঙ্গোরার মৃত্যুর তিনশো বছর পালন করেন ১৯২৭ সালে। আর এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই তাঁদের নামাঙ্কিত করে '২৭এর প্রজন্ম' বলে।

এসপানিওল কবির আকাশে ফুটে উঠল একের পর এক নক্ষত্র আর সব থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রটিই হলেন আমাদের লোরকা। ১৮৯৮ সালের ৫ জুন গ্রানাদার ফুয়েন্তেবা- কেরোতে জন্ম। শৈশব কেটেছে গ্রামে অসুস্থ অবস্থায়। গ্রানাদার রাস্তায়, বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মিশেছেন গ্রামের গরিব শ্রমজীবী মানুষের সাথে। তাদের মুখে মুখে শুনেছেন লোকগাথা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল শৈশব থেকেই। পিয়ানোতে তুলেছেন মোসার্ট, বিটোভেন ও আলবেনিসের সুর। শৈশব থেকেই ছবি আঁকা, কবিতা আবৃত্তি করা ও নাটকে অভিনয় করা তাঁর খুব প্রিয় আর ১০ বছর বয়স থেকেই লিখতে শুরু করেন কবিতা। তাঁর যেন কবিতার মধ্যেই বাঁচা, কবিতার জন্যই জীবন তাঁর ভাষায় বলতে গেলে— 'এই কবিতার দিকে তাকাও, হাতে আমার আগুন, একে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই, তাকে জানি আর সম্পূর্ণ কাজে লাগাই...'।

স্নাতক পর্যায়ের পড়া শেষ করে এসপানিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে প্রকৃতির দৃশ্যের অকল্পনীয় সৌন্দর্য তিনি লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর ভূচিত্র ও প্রভাব (Impresiones Y paisajes, 1918) গ্রন্থটিতে। বিশ বছর বয়সে মাদ্রিদে আসেন আইন ও দর্শন পড়ার জন্য। সেখানে ছাত্রাবাস (Residencea de Estudiantes) গড়ার কাজে মন দেন। এখানে অন্য অনেক কবিও মিলিত হন। যে ঘরটিতে লোরকা থাকতেন সেখানে আমন্ত্রণ জানাতেন সব বন্ধুদের, নিজের কবিতা পড়ে শোনাতেন। যোগ দিতেন অন্যান্য কবিবন্ধুরাও। মাদ্রিদে আসার কিছুদিন পরেই তাঁর প্রথম কবিতার বই (Libro de Poemas১৯২১) প্রকাশিত হয় এবং প্রথম গানগুলো (Primeras canciones, 1922) নামে বই প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য জীবনে যদি বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করি তাহলে এই বইদুটো প্রকাশের সময়কে ধরা যায় প্রথম পর্যায় যখন আমরা দেখতে পাই তাঁর কবিতায় আধুনিকতাবাদের (Modernismo) প্রভাব। লোকায়ত, জনপ্রিয় এবং হুয়ান রামোনের শিক্ষায় প্রভাবিত।

প্রথম পর্যায়ে তাঁর কবিতার উৎস যদি খুঁজি দেখতে পাব তাঁর গ্রানাদাকে তাঁর আন্দালুসিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে সেবিয়া, তার আকাশ ও নদী :

কার দৃষ্টি নিবন্ধ হয়
সুসজ্জিত সেবিয়ার দুর্গের দিকে?
উত্তর দেয় পাঁচটি কণ্ঠস্বর
গোলাকার যেন একটি বৃত্ত
'প্রথম গানগুলি'।

অপরদিকে কোরদোবা দূরবর্তী, একাকী, মন্থর, শুষ্ক স্থাপত্যশিল্পের কোরদোবা—

...যদি জেগে ওঠে প্রতিবিম্ব
ধোঁয়ায় ভরা স্থাপত্যশিল্প
মর্মর প্রস্তরের একটি পদপৃষ্ঠ ঘোষণা করে
তার দীপ্যমান বিশুদ্ধ শুষ্কতা।

দেখা যাচ্ছে গ্রানাদা হল কবির শিল্পের জীবন্ত উৎস যেখান থেকে তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়

(১) আরবি কবিতার ঐতিহ্য
(২) আন্দালুসীয় সংশ্লেষ
(৩) দেশের কৃষকের অনুভূতি যা জাতীয় চেতনায় ভরা।
(৪) তাঁর কবিতার গঠনে সুরের মূর্ছনা যা লোকায়ত শিল্পের উত্তরসূরি যেখানে পাওয়া যায় কঠোর শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা।

আন্দালুসীয় কাব্যিক আলোকে স্নাত কবির ভালোবাসা ছিল চাঁদ, জল ও ফুলের প্রতি যা ব্যক্ত হয় তাঁর কবিতায় : সঙ্গীত চায় আলো।

অন্ধকারে গানের আছে
শুকতারার রশ্মি ও চাঁদ,
আলো জানে না সে কি চায়
তার জ্যোতির সীমাবদ্ধতায়
সে দেখা পায় তার নিজের
আবার ফিরে আসে।

লোরকার মধ্যে আমরা কোথাও হুবহু প্রতিলিপি, অনুকরণ অথবা যান্ত্রিকভাবে গঠন দেখতে পাই না।

লোরকার সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় চিহ্নিত হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার বই 'জীপসি গাথা' (Romancero Gitano, 1928) ও 'গভীর সঙ্গীতের কবিতা' (Poema del cante iondo, 1931) থেকে। এছাড়াও এই পর্যায়ে তিনি নাটক লেখা শুরু করেন, যেমন 'বিস্ময়কর মুচিবৌ' (La zapatera prodigiosa,), লোকায়ত, বিয়োগান্ত ও আন্দালুসীয় বৈশিষ্ট্যে ভরা। যদিও লোরকা তাঁর গভীর সঙ্গীতের কবিতায় ইয়োরোপীয় সুর ও ছন্দকে নস্যাৎ করেন নি, কিন্তু তিনি এই বই প্রকাশের সময় 'মাদ্রিদের সাহিত্য পত্রিকা'-র (La Gazeta literaria de Madrid) একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমাকে প্রকাশ করা মানেই হল ফ্লামেঙ্কো'।

তৃতীয় পর্যায়ে লোরকা কবিতায় দেখতে পাই অধিবাস্তববাদী ধারার প্রভাব, কিন্তু অনেক বেশি মানবিক। তিনি রচনা করেন 'নিউ ইয়র্কে কবি' (Poeta en Nueva York, 1940)। এটি একটি করুণ গাথা, গভীরভাবে মানবিক আবার একই সময়ে তাঁর উত্তর আমেরিকার সমাজের মনুষ্যজগৎ - বিচ্ছিন্ন এক নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। এই পর্যায়ে তিনি প্রধানত নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন নাটক রচনার কাজে। নতুনের সন্ধানে বেছে নিয়েছিলেন বিয়োগান্ত দৃশ্যপট। যেমন 'রক্তের বিবাহ' (Bodas de Sangre, 1933), 'ইয়েরমা' (Yerma, 1934) এবং 'বেরনার্দা আলবার বাড়ি' (La casa de Bernarda Alba, 1936)।

লোরকার কবিতায় মানুষের উপস্থিতি যেন সৃষ্টির আসল উৎস, যেখানে জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি অবস্থান বাতাস ও ভূমির আতিথেয়তায় স্বাধীন কিন্তু নির্যাতিত। এরা হল জীপসি, কালোচামড়া ও ইহুদি শ্রমিক। তাঁর ভাষায়—

'আমি বিশ্বাস করি গ্রানদার একজন প্রকৃত মানুষের নির্যাতিত জীপসি, কালো মানুষ ও ইহুদিদের জন্য সার্বিক সহৃদয় অনুভূতি থাকবে।'

এই কথার সত্যতা আমরা উপলব্ধি করি তাঁর 'জীপসি গাথায়' এবং 'নিউ ইয়র্কে কবি'তে। এই নির্যাতিত মানুষেরা আসলে হলেন দেশে দেশে কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী মানুষ।

কবির চিন্তায় গভীরভাবে লোকায়ত অনুভূতি স্পষ্ট, যার উৎস ফুয়েন্তেবাকেরো গরিব খেটেখাওয়া মানুষ। একদিন এই মানুষরাই তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর রোমান্সেরোর অপূর্ব শব্দসম্ভার :

গভীর জলের ষাঁড়গুলো
আক্রমণ করে বালকদের
যাতে তারা স্নাত হয়
তাদের দেহের তরঙ্গিত চন্দ্রিমায়
হতে পারে রাত অন্ধকারে
সম্মোহিত পাহাড়ের ওপর
যখন জলের ষাঁড়গুলো
পান করে স্বপ্নালু চেতনানাশক পানীয়...

লোরকার ভাষায়, 'এই ষাঁড় যা গোঙ্গোরার কাব্যিক চিন্তায় বর্ণিত হয়েছে, যা গ্রানাদার গ্রামে শ্রমিকের মুখে মুখে ফেরে, তাদের ভাষায় একটি জলের ষাঁড় (Un buey de aqua) এই কথার অর্থ অনেক ব্যাপক যা প্রকাশিত হয় কোনো কিছুর গভীরতা, ভয়ঙ্করতা, শক্তি ইত্যাদি বোঝাতে।' লোরকার কবিতায় লোকায়ত চরিত্র বা আন্দালুসীর ঐতিহ্য খুবই স্পষ্ট। তাঁর প্রগাঢ় সৃষ্টিতে মানুষের স্বর ও উদ্দীপনা তাঁকে লোপে দে বেগার অনেক কাছে এনে দেয় যা আরো বেশি মাত্রায় মানবিক গুণ সম্পন্ন, তাঁর জীবন দর্শন হল— মানুষ ও মাটি, মানুষ ও মানুষ সম্পর্ক - যা থেকে জন্ম নেয় তাঁর নান্দনিক গুণসমৃদ্ধ সৃষ্টি। বিশুদ্ধ কবিতার সমর্থকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি এক সাংবাদিককে বলেছিলেন—

> কোনো প্রকৃত মানুষই বিশ্বাস করতে পারে না এই মূল্যহীন শিল্পের জন্যই শিল্প। বিশ্বের এই নাটকীয় মুহূর্তে একজন শিল্পীর উচিত জনগণের সাথেই হাসা এবং জনগণের সাথেই কাঁদা...কাব্যিক সৃষ্টি হল একটি রহস্য যা উদঘাটন করা যায় না যেমন মানুষের জন্মও হল একটি রহস্য। কবির কেন, কারোর হাতেই বিশ্বের গোপন রহস্যের চাবিকাঠিটি নেই। কিন্তু মানুষের ব্যথা এবং মানুষের প্রতি অনবরত অবিচার যা এই জগৎ সৃষ্টি তার সাথে আমার নিজ দেহ নিজ চিন্তা আমাকে বাধা দেয় নক্ষত্রের কাছে ঘর বাঁধতে...।

এই কথাগুলো থেকে তাঁর সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়, যা কোনো অঞ্চল বিশেষের সীমাবদ্ধ নয়। আমরা দেখতে পাই কবি গ্রানাদীয় আন্দালুসীয় থেকে ক্রমে পরিণত হন সর্বজনীন আন্দালুসীয়তে যা ব্যক্ত হয় তাঁর কবিতায়। আর এই বিশ্বমানবপ্রেমই তাঁকে করে তোলে ফ্যাসীবাদের শত্রু। তাঁর মৃত্যু - সংবাদের সারা বিশ্ব কেঁদে উঠেছিল, চিৎকার করে উঠেছিলেন নেরুদা 'স্পেনের সেরা ফুল ঝরে গেল'। আমরা হারালাম সেই কবিকে যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে— ''...আমি সম্পূর্ণভাবে এসপানিওল (এসপানিয়ার মানুষ)— আমার ভৌগোলিক সীমার বাইরে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমি ঘৃণা করি তাদের যারা এসপানিওল হবার জন্যই এসপানিওল, আর কিছুই নয়।

'আমি সব মানুষেরই ভাই, আর তাই ঘৃণা করি সেইসব মানুষকে যারা শুধুমাত্র চোখে ঠুলি পরা দেশপ্রেমিক, নিজেদের উৎসর্গ করে বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবাদীর চিন্তায়।'